আমরা কেমন মানুষ

পদ্মপ্রকাশ উপাধ্যায়

(ক) বাড়ীর পেছনে ঘন আগাছা ঢাকা পুকুর। সাপ, ব্যাং, বেজী, পাখী ইত্যাদির অভাব নেই। বেলা ১১টা বাজে। পুকুর পারের জঙ্গলে তিনটি ছেলে ডাহুক পাখী ধরছে। ধরতে গিয়ে অনেকগুলি সাপ, ব্যাং মেরেছে। বাড়ীর ১০ বছরের মেয়েটি দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো - ''এখানে কি করছো ?" জবাব হলো - ''পাখী ধরছি"। মেয়েটি ঘরে এসে বাবার কাছে কাঁদতে কাঁদতে বললো - '' বাবা হানিফ, করিম, আর বাদল পুকুর ধারের কালো পাখীগুলি ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওদেরকে মানা করে দাও"। বাবা পাত্তাই দিলেন না।

(খ) জোরদার রেগার কাজ চলছে। রাস্তাগুলির দু'পাশের আগাছা কেটে সাফ করা হয়েছে। দেখতে ভাল লাগছে। সব পরিষ্কার করে রেগা শ্রমিকরা একটু বিশ্রাম করছে। এমনি সময়ে রাস্তার পাশের একটি বাড়ী থেকে একজন ভদ্রলোক (?) বেরিয়ে এসে তিনটি বড়ো বড়ো পলিথিন ব্যাগ ঐ পরিস্কার করা রাস্তার পাশে উপুড় করে সব ঝেড়ে ফেলে দিলেন। মুহূর্তে পরিচ্ছন্নতার শ্রাদ্ধ ঘটে গেল। শ্রমিক একজন প্রতিবাদ করায় তার বাপ ঠাকুরদার নামোল্লেখ করে গালি দিয়ে ''ভদ্রলোক" ঘরে চলে গেলেন।

(গ) বেলা ১১টায় স্কুল শুরু। ৪টায় ছুটি। কিন্তু বেলা ১.৩০টা থেকেই শহরের পূর্বদিকে একাই নিরিবিলি রাস্তার দুপাশে জোড়ায় জোড়ায় স্কুল পড়ুয়া এবং কিছু সংখ্যক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরা বসে ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে বর্তমানের বারোটা বাজায়। অভিভাবকরা ঘুমচোখে তাদের সন্তানদের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সুখ স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু খোজখবর রাখার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করেন না।

স্বামী বিবেকানন্দ ''জীবে প্রেম"- কেই ঈশ্বর প্রেম বলেছেন। আমরা পড়ি, বক্তৃতা দিই, স্থান বিশেষে চোখের জল ফেলি। কিন্তু মনের দিক থেকে আমরা অন্ধ এবং বধির। ''পরিবেশ বান্ধব" কথাটি কাগজে পত্রে আছে। বাস্তবে নেই। কখনো নেই। পরিধেয় বস্ত্রে আমরা সুন্দর কিন্তু মনে সৌন্দর্য বোধ নেই।

আমাদের সন্তান মানুষের মত, মানুষ হোক। এই আমাদের ইচ্ছা। কিন্তু কর্তব্য বোধ নেই আমাদের। স্কুল কলেজে সন্তানকে পাঠিয়েই খালাস। তারা মানুষ হচ্ছে নাকি সমাজের আগাছা হচ্ছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাই না।

আত্ম-কেন্দ্রীকতা এবং মনের সংকীর্নতা আমাদের বিবেক বুদ্ধিকে গ্রাস করেছে। আমরা সবকিছু দেখেও দেখি না। না দেখার ভান করে পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া আমাদের দেহ মনের শ্রেষ্ঠ ভূষন আজকাল।

****